২১-০৩-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বেহদ ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে বুঝতে হবে, যা অতীতে হয়ে গেছে তাই আবার বর্তমানে ঘটতে চলেছে ; এখন সঙ্গমযুগ বর্তমান, এরপর সত্যযুগ আসবে"

প্রশ্ন :- শ্রীমতে নিজেকে পারফেক্ট বানানোর বিধি কোনটি ?

উত্তর :- নিজেকে উপযুক্ত করে তোলার জন্য বিচার সাগর মন্থন করো । নিজের সাথে বাক্যালাপ কর । বাবা তুমি কতো মিষ্টি , আমিও তোমার মতো মিষ্টি হব । আমিও তোমার মতো মাস্টার জ্ঞান সাগর হয়ে সবাইকে জ্ঞান শোনাব । কাউকে হতাশ করব না । শান্তি আমার স্বধর্ম, আমি সদা শান্ত থাকব । অশরীরী স্থিতির অভ্যাস করব । এইভাবে নিজের সাথে বাক্যালাপ করে পারফেক্ট হয়ে উঠতে হবে।

গীত :- মাতা ও মাতা , জীবনের দাতা •••••

ওম্ শান্তি । শিব ভগবানুবাচ । শুধু ভগবানুবাচ বললে মানুষ কিছুই বুঝবে না । নাম অবশ্যই নিতে হবে।
গীতা যেই শোনাক না কেন ওরা বলে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ । তিনি অতীতে ছিলেন। ওরা জানে যে শ্রী কৃষ্ণ এসে গীতা শুনিয়েছিলেন বা রাজযোগ শিখিয়েছিলেন । যা অতীতে হয়ে গেছে তা আবার বর্তমানে অবশ্যই হবে, আর যা আজ বর্তমান তা আবার অতীত হয়ে যাবে । আর এটাই বলা হবে যে অতীত হয়ে গেছে । এখন শিববাবা এসেছেন নিশ্চয়ই অতীতেও এসেছিলেন। শিব ভগবানুবাচ, যিনি উচ্চ থেকে উচ্চতর তিনিই সবার পিতা , যাঁকে সর্বশক্তিমান বলা হয়, তিনিই বসে বোঝান। তোমরা ওঁনার বাচ্চারা হলে শিবশক্তি । শিবশক্তির মহিমা গীতে শুনেছ তাই না । শিবশক্তি জগত অম্বা অতীতে এসেছিলেন যা স্মরণীয় হয়ে আছে । অতীতে এসেছিলেন আবারও আসতে হবে । যেমন সত্য যুগ অতীত হয়ে গেছে, এখন কলিযুগ, এরপর সত্যযুগ আসবে। এখন হল পুরানো দুনিয়া আর নতুন দুনিয়ার সঙ্গম । নিশ্চয়ই নতুন দুনিয়া এসে চলে গেছে, আর এখন হল পুরানো দুনিয়া । যে সত্য যুগ অতীত হয়ে গেছে তা আবার ভবিষ্যতে আসবে । এটাই বুঝতে হবে । জ্ঞান শুধুমাত্র বোঝার । ওটা হলো ভক্তি আর এটা হলো জ্ঞান । সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘোরে এটা বুঝতে হবে । তাকে না বুঝলে মানুষ কিছুই জানতে পারবে না । ড্রামার আদি - মধ্য -অন্তকে বুঝতে হবে । হদের (সীমিত) যে ড্রামা তার আদি মধ্য অন্তকে তো জানে কিন্তু এ হলো বেহদের (অনন্ত , সীমাহীন) ড্রামা এর আদি - মধ্য - অন্তের কথা মানুষ বুঝবে না । বাবা যিনি বেহদের মালিক , তিনিই এসে বোঝান যে শিব ভগবানুবাচ, কৃষ্ণ ভগবানুবাচ নয় । কৃষ্ণকেও শ্রী বলা হয় , কেননা বাবাই ওনাকে শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন । বেচারা ভারতবাসী এটাও জানেনা যে, কৃষ্ণই নারায়ণ হন । আমরা এখন বলি বেচারারা অবুঝ । সবাই গরিব দুঃখী পতিত । আমরাও ছিলাম কিন্তু এখন পবিত্র হচ্ছি । পতিত পাবন বাবাকে আমরা পেয়েছি । কৃষ্ণকে পতিত পাবন বলা হয় না । নতুন পবিত্র দুনিয়ার রচয়িতা বাবা যাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা সর্বশক্তিমান বলা হয়, উনিই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানান, পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র বানান । সমগ্র সৃষ্টি এখন পতিত, রাবণই পতিত বানায় । পতিত -পাবন একমাত্র ঈশ্বর । কোনও অবস্থাতেই কোনও মানুষ পতিতকে পবিত্র বানাতে পারে না । এখানে তো সারা দুনিয়ার প্রশ্ন । মনে করো এক দুই কোটি সন্ন্যাসী পবিত্র, ৫ - ৬

কোটি তো অপবিত্র, তবে একে তো পতিত দুনিয়াই বলবো তাই না! বাস্তবে হল শিব ভগবানুবাচ – পতিত দুনিয়াতে একজনও পবিত্র হতেই পারে না । বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমাদের পবিত্র বানাবার সাথে সাথে এই সৃষ্টিকেও পবিত্র করি । পতিত – পাবনের অর্থই হলো বিশ্বকে পবিত্র বানানো। শিববাবা স্বয়ং বলেন আমি পতিত থেকে পবিত্র বানাই, তোমাদেরই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে হবে । নতুন দুনিয়া হলো আদি সনাতন দেবী – দেবতা ধর্ম, এটাও কেউ জানে না । শিববাবাকেও কেউ জানে না । জিজ্ঞাসা কর তোমরা যে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার শিব জয়ন্তী পালন করছ উনি কবে এসেছিলেন ? নিরাকার তিনি, তবে কীভাবেই বা এসেছিলেন ? নিরাকারকে তো কোনও শরীরের মাধ্যমে আসতে হবে তবেই তো কর্ম করতে পারবেন । আত্মা শরীর ছাড়া কর্ম কি করে করবে ? পরমাত্মা এসে নিশ্চয়ই উচ্চ বানানোর কর্মই করবেন। সারা বিশ্বকে পবিত্র বানানো একজনের হাতেই আছে। মানুষ তো দুঃখীর থেকে দুঃখী । ভক্ত যখন ভগবানকে স্মরণ করে তখন ভগবান তো একজনই হওয়া উচিত । ভক্ত অনেক । শিব ভগবানুবাচ , আমি শিব ভগবান বাচ্চারা তোমাদের রাজযোগ আর সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান বোঝাই অর্থাত্ এখন তোমাদের আত্মার সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান হয়েছে । যেমন আমার সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান আছে আর আমি এসেছি তোমাদের শেখাতে । সৃষ্টি চক্র তো ঘুরবেই । পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে । কেউ তো নিমিত্ত হবে তাই না, আমি আসি তোমাদের ৫ বিকার রূপী জেল থেকে মুক্ত করতে । আমি শিব যিনি এই (ব্রহ্মাবাবার) শরীরে বিরাজমান । তোমরা বলবে আমি আত্মা এই শরীরে বসে আছি, আমার শরীরের নাম অমুক । শিববাবা বলেন আমার তো নিরাকারী শরীর তো নেই। আমি হলাম পরমপিতা , আমার নাম হল শিব । আমি পরমপিতা পরমাত্মা জ্যোতির্বিন্দু স্বরূপ । আমার একটাই নাম শিব । তোমরাই হলে শালিগ্রাম, ৮৪ জন্মে তোমাদেরই অনেকবার নাম বদল হয়েছে । আমার তো একটাই নাম । আমি পুনর্জন্ম নিই না । গীতায় যাঁর নাম লেখা আছে উনি তো ৮৪ জন্ম নিয়েছেন । এমন নয় যে কৃষ্ণ গীতা শুনিয়েছেন । এটাই বুঝতে হবে । মানুষের হাতে কিছুই নেই, যা করার তা পরমপিতাকেই করতে হবে । মানবকে শান্তি সুখ দেওয়া এ তো বাবারই কাজ । সবসময় এক বাবারই মহিমা করতে হবে অন্য কারও নয় । লক্ষ্মী – নারায়ণেরও মহিমা নেই, কিন্তু তারা রাজত্ব করে গেছেন বলে ভাবা হয় যে এনারাই স্বর্গের মালিক । অবাক হয়ে দেখো ঐ জড় চিত্র গুলিকে আর এখানে তোমরা চৈতন্যরা বসে আছ । শিব ভগবানুবাচঃ তোমরা হবে রাজারও রাজা, পূজ্য হবে তারপর হবে পূজারী । পূজ্য লক্ষ্মী নারায়ণ হবে তারপর আবার পূজারী হয়ে যাবে। এরপর যা অতীত হয়ে যাবে তারই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে পূজা করবে । এটাই প্রমাণ করে বলতে হবে যে, এমন নয় যে ঈশ্বর নিজেই পূজ্য আবার নিজেই পূজারী হন । না । মানুষ এটাও জানেনা যে আমি পরমাত্মা, কোথায় আমার নিবাস ? আমার যে বাচ্চারা শালিগ্রাম তারাও তো জানেনা আমার নিবাস কোথায় । আত্মা আর পরমাত্মার একটাই নিবাসস্থান সুইট হোম । শুধু সুইট ফাদার হোম বলে না । এখন তোমরা জান নির্বাণধাম আমাদেরও ঘর । ওখানে আমাদের ফাদার আছেন । শুধু ঘরকে স্মরণ করলে ব্রহ্মের (তত্ব) সাথে যুক্ত হবে তাতে বিকর্ম বিনাশ হবে না । যতই ব্রহ্ম যোগী, তত্ব যোগী হোক তবুও বিকর্ম তাদের বিনাশ হবে না । তবে হ্যাঁ, ভাবনা থেকে করলে অল্প কালের জন্য সুখ প্রাপ্তি হয় । যত স্মরণ করবে ততই শান্তি অনুভব করবে । তাই বাবা বলেন ওদের যোগ ভুল । তোমাদের স্মরণ করতে হবে বাবাকে । বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । কৃষ্ণ এমন বলবে না, উনি তো বৈকুন্ঠের মালিক । উনি থোড়াই বলবেন অশরীরী হয়ে শিববাবাকে স্মরণ করো বা আমাকে স্মরণ করো। সম্পূর্ণ বিষয়টিই গীতাকে কারেক্ট করার উপরই নির্ভর করছে । গীতা খন্ডন হওয়ার কারণেই ভগবানের প্রকৃত স্বরূপটাই হারিয়ে

হারিয়ে গেছে । বলে দেয় ঈশ্বর নাম- রূপ হীন । এখন নাম রূপ কাল তো আত্মারও আছে । আত্মার নাম আত্মা আর উনি পরমপিতা পরমাত্মা । পরম অর্থাত্ সুপ্রিম, উচ্চ থেকেও উচ্চতম। উনি জনম - মরণ রহিত । অবতার গ্রহণ করেন । ড্রামায় যাঁর পার্ট আছে তাঁর মধ্যেই প্রবেশ করেন আর তাঁর নাম রাখেন ব্রহ্মা । ব্রহ্মা নামের কখনও বদল ঘটেনা । ব্রহ্মা দ্বারাই স্থাপনা করেন । উনি কৃষ্ণের শরীরে থোড়াই আসবেন ? যদি উনি অন্য শরীরেও আসেন তবুও তাঁর নাম ব্রহ্মাই হবে । মানুষ বলে অন্য কারও শরীরে কেন তিনি আসেন না ? উনি আর কার শরীরে আসবেন ? উনি আসেন জ্ঞান দান করতে । দিনে - দিনে মানুষ একটু একটু করে বুঝতে পারবে । তোমাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি হবে । তোমাদের স্থিতি খুব ভালো হতে হবে, যেমন ড্রামায় অভিনয়কারীরা জানে যে আমরা আমাদের বাড়ি থেকে স্টেজে এসেছি অভিনয় করার জন্য, ঠিক তেমনই আমরা আত্মারা এই শরীর রূপী বস্ত্র পরিধান করে অভিনয় করছি আর অভিনয় শেষ হলে ফিরে যেতে হবে, শরীর ত্যাগ করতে হবে । তোমাদের তো খুশি হওয়া উচিত, ভয় পাওয়া উচিত নয় । তোমরা অনেক উপার্জন করছ, শরীর ত্যাগ করার সময় নিজেরাই বুঝতে পারবে আমি কতখানি উপার্জন করেছি । তোমরা ভাবো যারা শরীর ত্যাগ করেছে তাদের মধ্যে কেউ উঁচু পদ পাবে, কেউ অনেক সার্ভিস করেছে, এখন অন্য শরীর ধারণ করেছে । ইনএডভান্স চলে গেছে । তার পার্ট এটুকুই ছিল । হতে পারে কিছু না কিছু জ্ঞান শোনার জন্য আবার আসতে পারে । উত্তরাধিকারী তো হয়ে গেছে তাই না । কার সাথে হিসেব নিকেশ আছে তা মিটাতে গেছে। আত্মার মধ্যে তো জ্ঞানের সংস্কার আছে তাই না । সংস্কার আত্মার মধ্যেই থাকে তা কখনও হারায় না । কোথাও ভালো সার্ভিস করলে জ্ঞানের সংস্কার আত্মার সাথে যায় আর কিছু না কিছু ভালো সার্ভিস করে । এমন নয় যে সবাই এভাবে যাবে । না । তবে এটা ঠিকই যে, যোগের মধ্যে থাকলে আয়ু বৃদ্ধি পাবে। স্বভাব খুব ভালো হতে হবে । বাচ্চারা বলে বাবা তুমি কত মিষ্টি । আমিও তোমার মতো মিষ্টি হব । আমিও জ্ঞানের সাগর হব । বাবা বলেন নিজেকে দেখে জিজ্ঞাসা কর আমি কি মাস্টার জ্ঞান সাগর হয়েছি ? মাতা - পিতার মতো অন্যদের জ্ঞান দান কি করছি ? আমার দ্বারা কেউ হতাশ হচ্ছে না তো ? শান্তি নিজের মধ্যে ধারণ করেছি ? শান্তি আমাদের স্বধর্ম তাই না ! নিজেকে অশরীরী আত্মা মনে করতে হবে, দেখতে হবে আমার মধ্যে কোনও বিকার নেই তো ? যদি কোনও বিকার থেকে থাকে তো পাশ করতে পারবে না । এভাবে নিজের সাথে নিজেকে কথা বলতে হবে । এ হলো বিচার সাগর মন্থন করে নিজেকে উপযুক্ত করে তোলা, শ্রীমতের দ্বারা । বাকি তো সবাই আসুরি মতে ইমপার্ফেক্ট হয়ে গেছে । আমরাও কতো ইমপার্ফেক্ট ছিলাম। কোনও গুণ ছিল না । গীতও আছে না! আমি নির্গুণহারী কোনও গুণ নেই আমার । কতো সুন্দর কথা গুলো । মহিমা একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মার । গুরু নানকও ওঁনার মহিমা করে গেছেন। মানুষকে বোঝাতে হবে । এটাও বাচ্চারা জানে যে, কল্পের শুরুতে যাদের স্যাপলিং(কলম/চারা) ছিল তারাই আসবে আর ধারণ করবে । আর নয়তো নিজের ইচ্ছানুসারে আসবে আর চলে যাবে । এখন তো তোমরা জান যে আমাদের নলেজফুল ফাদার যে নলেজ দিচ্ছেন তা আর কারও মধ্যে নেই । আমরা গুপ্তবেশে আছি । এরপর আমরা ভবিষ্যতে স্বর্গের মালিক হব । কর্ম তো সবাই করছে । কিন্তু মানুষের কর্ম সবই বিকর্ম কেননা সবই রাবণ মতে করছে । আমরা শ্রীমতে কর্ম করি, শ্রীমত দেন বাবা । বাবা বুঝিয়েছেন তোমরা বাচ্চারা হলে মুক্তি সেনা । মুক্তি সেনা তাদের বলে যারা কারও ডুবন্ত নৌকাকে পারে নিয়ে আসে । দুঃখিকে সুখী করতে পারে । এখন তোমরা শ্রীমত দ্বারা সবাইকে বিষয় সাগর থেকে মুক্ত করছ। আসল কান্ডারী তো শিববাবাই তাই না ! আমরা তো মূর্খ ছিলাম । বাবার মত পেয়ে অন্যদেরও মত দিচ্ছি । বাবা সামনে এসে শ্রীমত দেন । রাবণের তো কিছু নেই যে এসে

দেবে, মায়া রূপী বিকারে টেনে নিয়ে যায় । এখানে তো বাবা মত দেন, ঠিক যেমন স্কুলে শিক্ষক পড়ান । বাবা জ্ঞানের সাগর । রাবণকে সাগর বা নলেজফুল বলা হয়না । তোমরা এখন শ্রীমতে চলছ, ব্রাহ্মণ হয়ে যজ্ঞের সেবা করছ । তোমাদের রাজযোগ আর জ্ঞান শেখাতে হবে। ওরা যখন যজ্ঞ রচনা করে শাস্ত্রও রাখে। রুদ্র যজ্ঞ রচনা করে, কিন্তু রুদ্র কোথায় ? এখানে তো রুদ্র শিববাবা সত্যিই আছেন । বর্তমানে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ রচনা হচ্ছে । যা অতীতে হয়েছিল তা এখন বর্তমান । মানুষ অতীতকেই স্মরণ করে, আর তোমরা এখন প্র্যাকটিক্যালি উত্তরাধিকার নিচ্ছ । যা কিছু অতীতে হয়েছিল তাই এখন বর্তমানে হচ্ছে, আবার তা অতীত হয়ে যাবে । এভাবেই প্রতি মুহূর্ত অতীত হয়ে যায় । এখন সঙ্গমযুগ বর্তমান, কলিযুগ অতীতে ছিল এরপর সত্যযুগ আসবে। অতীতে যা ঘটেছিল তার স্মারক আছে, যাদের স্মারক আছে তারাই বর্তমানে চৈতন্য স্বরূপে রয়েছে । যে উঁচু পদ লাভ করে, মালা তারই তৈরি হয় । রুদ্র মালা না ! এখন তো এ সবই হল জড় চিত্র । নিশ্চয়ই কিছু করে গেছেন তাই তো রুদ্র মালা বলা হয় তাই না!
তোমরা চৈতন্য অবস্থাতেই শিববাবার মালার নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী তৈরি হচ্ছ । যত যোগে থাকবে ততই সমীপে গিয়ে রুদ্রের গলার হার হতে পারবে । এখন আমরা সঙ্গমে । এভাবে নিজের সাথে নিজেকে কথা বলতে হবে । এখন তোমাদের তো জ্ঞান আছে, তোমাদের অন্তরেও এটাই চলতে থাকে যে আমরা প্রকৃতই শিববাবার সন্তান । আমরা বিশ্বের মালিক হব, তারপর চক্রে আসব । একেই স্বদর্শন চক্র বলে । কিছু মানুষ তোমাদের বলে যে তোমরা অন্যদের কেন নিন্দা কর ? তাদের বলো, ভগবানুবাচ লেখা রয়েছে। আমরা কারও নিন্দা করিনা । আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা বাপদাদার স্নেহের স্মরণ আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শ্রীমতে চলে প্রতিটি কর্ম শ্রেষ্ঠ করতে হবে । সবাইকে ডুবন্ত নৌকা থেকে শ্রীমত দ্বারা পারে নিয়ে আসতে হবে । যারা দুঃখী তাদের সুখ দিতে হবে ।

২) অন্তরে স্বদর্শন চক্র ঘোরাফেরা থাক। রুদ্র মালার সমীপে যাওয়ার জন্য স্মরণে থাকতে হবে । জ্ঞান মন্থন করতে হবে, নিজের সাথে নিজে অবশ্যই কথা বলতে হবে ।

বরদান :- কাউকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে সবার আশ্রয় দাতা হয়ে বিশ্বকল্যাণকারী হও

সমগ্র কল্পে ব্রহ্মা বাবা আর ঈশ্বরীয় পরিবারের সম্বন্ধ -সম্পর্কে আসা তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ আত্মা ।পাশ কাটানো আত্মা নয়, বিশ্বের আশ্রয়দাতা হয়ে বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মা তোমরা । পরিবারের অবিনাশী প্রেমের সুতোর বন্ধন থেকে বেড়িয়ে যেতে পার না । আর তাই যে কোনও কথাবার্তায়, যে কোনও জায়গায়, যে কোনও সেবায়, কোনও সাথীর থেকে সরে গিয়ে নিজের অবস্থাকে ভালো রাখার সংকল্প কখনও করবে না । এমন স্বভাব থাকলে কোথাও টিকতে পারবে না ।

স্লোগান :- কর্মভোগ বর্ণনা করার পরিবর্তে কর্মযোগ স্থিতির বর্ণনা কর ।